মুজিবনগরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মানার্থে জামায়াতের ইফতার মাহফিল

মুজিবনগরে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মানার্থে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পর্যটন মোটেলে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মুজিবনগর উপজেলা শাখার সেক্রেটারি খাইরুল বাশারের সঞ্চালনায় এবং উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের বাইতুল মাল সম্পাদক জারজিস হোসাইন এবং উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ফিরাতুল ইসলাম নাঈম।

ইফতার মাহফিলে উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ বিএনপির মনোনয়ন চুড়ান্ত পূর্ব খুলনা বিভাগের শেষ

মিটিং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোচনা, তর্ক বিতর্ক বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম। আজ এক নেতার অনুসারী ‘আলহামদুল্লিাহ’ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন তো কাল আরেক নেতা পাল্টা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে মাঠ সরগরম করে রাখছেন। কেউ লিখছেন, ‘দেখা হবে বিজয়ে’ তো কেউ লিখছেন ‘পথ দেখাবে যোগ্য নেতা’। এ ধরণের নানান উপমা, বিশেষণে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ফেসবুক সরগরম হয়ে থাকছে। এর মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ফোন কলে আরও সরগরম হয়ে উঠেছে নির্বাচনী মাঠ। সবমিলিয়ে কে হবেন বিএনপির কাণ্ডারি তা হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে দলটি নিশ্চিত করবেন।

আজ সোমবার শেষবারের মত খুলনা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের নিয়ে মিটিংয়ে বসবেন দলটির শীর্ষ নেতারা। তারেক রহমান ভার্চুয়ালি সভার নেতৃত্ব দেবেন বলেও জানা গেছে। তবে যারা ডাক পেয়েছেন তারা সকলেই আশাবাদি । দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে মাঠে কাজ করার আহবান জানানোয় হতে পারে আজকের মিটিংয়ের মূল সারমর্ম।

দলের নির্ভযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে ৫ নেতাকে ডাকা হয়েছে এ মিটিংয়ে। বিকাল ৩ টার দিকে মিটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই ৫ নেতার মধ্যেই দুই নেতার ভাগ্য খুলবে এটা মোটামোটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মেহেরপুর -১ আসন থেকে যাদের ডাকা হয়েছে তারা হলেন- সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন , জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন। মেহেরপুর-২ আসন থেকে ডাকা হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আজ সোমবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে খুলনা বিভাগীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতাদের নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করবেন।

মেহেরপুর-১ আসন থেকে মিটিংয়ে ডাক পাওয়া এক নেতা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মহাসচিব ডেকেছিলেন আসন প্রতি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের।

সেই ধারাবাহিকতায় এভার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডেকেছেন বিভাগওয়ারী সকল মনোনয়ন প্রত্যাশীকে। আজ সোমবার খুলনা বিভাগের সকল মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন। মেহেরপুর
- ১ আসন থেকে গতবারের মত ৩ জন এবং মেহেরপুর-২ আসন থেকে ২ দুই জনকে ডাকা হয়েছে। মিটিং শেষে বোঝা যাবে কেন ডাকা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়েছে মনোনয়ন যাকেই দেওয়া হবে তার হয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ আসতে পারে। মনোনয়ন কে পাবেন আমার মনেহয় তা চুড়ান্ত হয়েই গেছে তবে প্রকাশ হতে হয়তো সপ্তাহখানেক সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন এই নেতা।

গত ১৭ বছর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ছিল রাজনৈতিক আশ্রয়কেন্দ্র

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, সবার জন্য স্বাস্থ্য নয়, মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে। আর এই দায়িত্ব নিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। সকলের কাছে আমরা স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। প্রতিটি মানুষের যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা আমরা করব।

ইতিমধ্যেই ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। আশা করছি যে কোনো স্বাস্থ্যসেবা আপনারা সেখানে গেলে পাবেন। বিএনপির ৩১ দফার আলোকে ২৬ নম্বর পয়েন্টে যে কথা বলা রয়েছে সবার জন্যই স্বাস্থ্য এবং মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে।

আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যেগুলো স্থাপন

করেছিলেন জিয়াউর রহমান, পরবর্তীতে পুনরায় সেগুলো স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই ১৭ বছরে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সমস্ত ক্লিনিকগুলো হয়ে গিয়েছিল পলিটিকাল আশ্রয়কেন্দ্র। সেগুলো কোনো স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে পড়ে না।

এই নির্বাচনের আগে আমরা ২০ থেকে ৩০টা মেডিকেল ক্যাম্প করব। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমাদের জেলা বিএনপির সকল সদস্য আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রুমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান আরো জানান, আজ দিনব্যাপী মেহেরপুরের অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে, পাশাপাশি তাদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে এই মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিরা জানান চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি তারা।

জুলাই সনদ সংস্কার না হলে আরও একটি গণঅভ্যূত্থান হবে

নির্বাচনের আগেই সংবিধান সংশোধন করতে হবে, তা না হলে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে আরও একটি গণঅভ্যূত্থান হবে এমন মন্তব্য

করেছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার।

তিনি বলেন, এখন যে ভূল হয়েছে আগামীতে নিশ্চিত সে ভূলগুলো আর হবে না। নির্বাচনের আগে সংস্কার না হলে যে বিষয়গুলো সকল রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছেন সেগুলোও দিমত হয়ে যাবে।

গতকাল রোববার দুপুরে জেলা পরিষদের হলরুমে জেলা উপজেলা সমন্বয়ক কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগাঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার একথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, যে কোন মূল্যে নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জুলাই সনদ পরবর্তী নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করবে না। এটার ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাছে জুলাই সনদ দেয়ার অর্থ হচ্ছে শিয়ালের কাছে মুরগি বন্দক দেয়া ছাড়া কিছুই না।

ঢাকায় নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, এই হামলার সঙ্গে জড়িত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেনাবাহিনীকে যারা বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন তাদের খুঁজে বের করার দাবি জানান তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত আপনারা ঠিক করতে পারেননি। তাই এখনই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাক। প্রয়োজনে নির্বাচনের সময় আবারও সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানো হোক।

সংস্কারের আগেই কিভাবে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, কিভাবে নির্বাচন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে তা এখনও আলোচনার টেবিলে। অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার রোডম্যাপ ঘোষণা করে দিয়েছেন। এই কমিশনের পক্ষে কখনই সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়া সম্ভব নয়, তাই দ্রুত নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি জানান তিনি।

সমস্যা হলেও ড. ইউনূস সব রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে পাঠান, এ নাটক বন্ধ করেন। এই সরকার জানেই না তারা সরকার। কোন ঘটনা ঘটলে সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানান। অথচ সরকারের কাজ পদক্ষেপ নেয়া।

এছাড়াও কর্মশালায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোল্লা রহমতুল্লাহ, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদ, সদস্য ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, এনসিপি মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, ইমতিয়াজ আহমেদসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কারের দরকার আছে : নুসরাত তাবাসসুম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেছেন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বহির্বিশ্বের যে সম্মান বাংলাদেশের জন্য এনে দিচ্ছেন এবং দেশের সংস্কারে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কাজ করে যাচ্ছেন, একটি রাজনৈতিক দলের অতিসাধারণ একটি অংশ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, এসমস্ত সংস্কারের দরকার আছে বাংলাদেশের।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন নুসরাত তাবাসসুম।

তিনি বলেন, যারা রক্ত দিয়ে শরীরের ব্যথা দিয়ে আমাদেরকে যে স্বাধীনতার সুখ এনে দিয়েছে তার কাছে এই সামান্য সম্মাননা কোনো মূল্যই রাখতে পারে না। আমরা তাদেরকে এমন একটি বাংলাদেশ উপহার দেব, যে বাংলাদেশে তারা অনেক ভালোবাসা পাবে, দোয়া পাবে। তবেই তাদের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব হবে।

এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয় নাগরিক কমিটি মিরপুর উপজেলা শাখা এবং স্থানীয় পাঠাগার ‘পাঠক সমাদর’।

জাতীয় নাগরিক কমিটির জেলা প্রতিনিধি কমিটির সদস্য মো. মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান, শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকত উল্লাহ, জাতীয় নাগরিক কমিটির মিরপুর উপজেলা প্রতিনিধি কমিটির সদস্য শামসুল আরেফিন স্ট্যালিন ও পাঠক সমাদরের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসির আরাফাত, জুলাই যোদ্ধা আবু সাঈদ, এস এম শফিউল ইসলাম, শাহিনুল ইসলাম ও নাহিদ হোসেন প্রমুখ।

জাতীয় নাগরিক কমিটির কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি কমিটির সদস্য রায়ান হাসান, মিরপুর উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি সদস্য শাহীন পারভেজ, পাঠক

সমাদরের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মনিরুল ইসলাম ও নাজমুল খান জনি এবং এস এম আকাশসহ শতাধিক লোকজন গতকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা দিবসে আ’লীগের সব অনুষ্ঠান বাতিল

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ তথ্য জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে আওয়ামী লীগের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের সব অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে কোনো প্রকার খাদ্য সংকট নেই। অহেতুক মজুদকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, জনপ্রতিনিধিরা করোনাভাইরাসে স্থানীয়দের সতর্ক করুন। কারও করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান।

সুত্র-যুগান্তর

খালেদা জিয়ার মুক্তি রাজনৈতিক

বিষয় নয়: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সরকার যদি রাজনৈতিক কারণে খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করত, তাহলে তাকে মুক্তি দেয়ার প্রশ্ন আসত। যেহেতু রাজনৈতিক কারণে এ মামলা হয়নি, তাই রাজনৈতিক বিবেচনার সুযোগ নেই।

ধানমণ্ডিতে শনিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের একথা বলেন। এর আগে ঢাকার দুই সিটিতে নবনির্বাচিত মেয়রদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। সেতুমন্ত্রী বলেন, এটা রাজনৈতিক মামলা নয়। এ সরকার মামলাও দেয়নি। এটা দুর্নীতির মামলা, যা সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছে।

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে বিএনপির এ অভিযোগের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ইভিএমে ভোট জালিয়াতির কোনো সুযোগ ছিল না। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। পর্যবেক্ষকরাও কিন্তু বিরূপ মন্তব্য করেননি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি বিষোদগার করছে, কারণ তারা হেরে গেছে। তারা আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। আমরা তাদের আন্দোলনের হুমকি দেখে অভ্যস্ত। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপিকে সমাবেশের অনুমতি দিয়ে সরকার সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার সহনশীলতার সঙ্গে বিষয়টি দেখছে। বিরোধীদের সমাবেশ করার অধিকার আছে। সভা-সমাবেশে বাধা-নিষেধ শেখ হাসিনার সরকার কখনও করেনি, করবেও না।

বিএনপির আন্দোলন পরিক্রমা সরকার ধৈর্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, যদি আন্দোলন করতে চায় করবে। সরকার হিসেবে আমাদের জনগণের জানমাল রক্ষার দায়-দায়িত্ব আছে। রাজনৈতিকভাবে কোনো আন্দোলন যদি হয়, আমরা সেখানে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করব। কিন্তু আন্দোলনের নামে যত সহিংসতা হয়, যেটা তারা বারবার করে আসছে, যেমন আদালতকেও তারা কলুষিত করেছে। সেরকম কোনো আন্দোলন যদি তারা করতে চায় সেটা কিন্তু মোকাবেলা করা হবে এবং দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে।

বিএনপি আদালতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, যাদের বিবেক আছে তাদের কাছে প্রশ্ন, আওয়ামী লীগ সরকার খালেদা জিয়াকে কারাবন্দি করেনি। এ সরকার মামলাও দেয়নি।

এ সময় সেতুমন্ত্রী জানান, যেসব জেলার সম্মেলন হয়েছে এ মাসের মধ্যে সেসব জেলা পূর্ণাঙ্গ কমিটি করে সভাপতির কার্যালয়ে জমা দিতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর যেসব জেলায় সম্মেলন হয়নি সেসব মেয়াদোত্তীর্ণ জেলার সম্মেলন শেষ করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, তৃণমূল থেকে সম্মেলনকে ঢেলে সাজাতে জোর দিয়েছি। এটা যেমন একদিকে নির্বাচনের জন্য দরকার তেমনি প্রতিপক্ষের আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে ঠেকানোর জন্য আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা দরকার। সংগঠনের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক যে তৎপরতা আছে, সেটাও প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী করতে হবে।

এ সময় সেখানে ছিলেন- আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজম, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ।

সুত্র-যগান্তর

আরো পড়ুন-ফেসবুক ছাড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের সারাজাগানো লেখক স্টিফেন কিং